রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন—
বঙ্কিম চন্দ্রের
দেবী চৌধুরাণী
Released 29-4-1949

শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্ত
ও
শ্রীইন্দ্রজিৎ সিং এর প্রযোজনায়
রূপায়ণ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সশ্রদ্ধ নিবেদন
সহযোগিতায়ঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক

চিত্র-গঠনে

চিত্র-শিল্পে :

শৈলেন বসু

পরিচালনায় : সতীশ দাশ গুপ্ত
সুর-যোজনায় : কালীপদ সেন
শিল্প-নির্দেশে : বটু সেন
শব্দানুলেখনে : গৌর দাস
রসায়নাগার-শিল্পে : ধীরেন দাশ গুপ্ত
আলোক সম্পাতে : প্রমোদ সরকার
রূপ-সজ্জায় : শক্তিপদ সেন
সম্পাদনায় : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গীত-রচনায় :

(কবি) বিমলচন্দ্র ঘোষ ও মোহিনী চৌধুরী
প্রচার পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল
কর্ম্ম-সচিব : অমিতাভ রায়
ব্যবস্থাপনায় : পূর্ণচন্দ্র দত্ত ও নিত্যানন্দ গুপ্ত

চিত্ররূপ ও নির্দেশ ঃ প্রফুল্ল রায়

চরিত্র-চিত্রণে

নাম-ভূমিকায়ঃ সুমিত্রা দেবী
তৎসহ
ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়
প্রদীপকুমার

উৎপল সেন, উপেন চট্টোপাধ্যায় (এঃ), রেবা বসু, সুদীপ্তা রায়, উমা গোয়েঙ্কা, নিভাননী, ফণী রায়, স্বাগতা, লীলাবতী (করালী), মনোরমা, উষা, নৃপতি চট্টো, প্রভা, তুলসী চক্রবর্তী, হারু ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী

সহকারিতায়

চিত্র-শিল্পে :

ননী দাস, জ্যোতির্ম্ময় লাহা
ও সুধাংশু সরকার
পরিচালনায় : শিবপদ ভট্টাচার্য্য
ও সন্তোষ ভৌমিক।
সুর-যোজনায় : বিনয় অধিকারী
শিল্প-নির্দেশে : ক্ষিতীন সেন
শব্দানুলেখনে : সিদ্ধি নাগ
রসায়নাগার শিল্পে : শম্ভু সাহা, মন্তু, সামন্ত,
অমূল্য দাস ও ননী চট্টোপাধ্যায়।
রূপ-সজ্জায় : বিজয় নন্দন
স্থির-চিত্রগ্রহণে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস
সম্পাদনায় : হরনাথ চক্রবর্ত্তী
ও অসিত মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : অনিল নিয়োগী, কৈলাস বাগচী
ও আদিত্য মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
শ্রীহারাধন ঘোষের সৌজন্যে
অতুল মূর্তি-সজ্জা (উলুবেড়িয়া)

যন্ত্র-সঙ্গীতে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
এন্. কে. সরকার (আইরন ম্যান)
অভয় ব্যায়াম-সমিতি (শালিখা)

আর-সি-এ শব্দ-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ

দেবী চৌধুরাণী

প্রফুল্লমুখী—নয়নতারা—সাগর, ভূতনাথ গ্রামের জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বরের তিন পত্নী। গ্রামবাসীদের চক্রান্তের ফলে বিবাহের পর স্বামিগৃহে প্রফুল্লর স্থান হয় নাই। কিছুকাল মাতার সহিত দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে বাস করিয়া প্রফুল্ল একদিন স্বামিগৃহে আসিলেন। বধূর 'চাঁদপানা' মুখ দেখিয়া শাশুড়ীর মন টলিল কিন্তু শ্বশুর প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। সাগরের সহায়তায় প্রফুল্লর সে রাত্রে স্বামিসঙ্গ লাভ হইল। প্রভাতে বিদায়কালে ব্রজ প্রফুল্লকে স্বীয় নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। গৃহে ফিরিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রফুল্লর মাতার মৃত্যু হইলে, অসহায় প্রফুল্লর গৃহে ফুলমণি নাপিতানী থাকিতে লাগিল। একরাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ফুলমণির সাহায্যে নিদ্রিতা প্রফুল্লকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় বনপথে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল। লোকে জানিল প্রফুল্লর মৃত্যু হইয়াছে।

বনমধ্যে প্রফুল্ল এক মুমূর্ষু বৈষ্ণবের প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিলেন এবং ভাগ্যচক্রে দস্যুদলপতি ভবানী পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তাঁহার আশ্রয়ে পাঁচ বৎসর নানা শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া প্রফুল্ল "**দেবী-চৌধুরাণী**" নামে দস্যুদলের নেত্রী হইলেন এবং ভবানী পাঠকের শিক্ষামত তাঁহার আদর্শ হইল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে এসময়ে ধনী দরিদ্র সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। হরবল্লভের জমিদারি বুঝি আর রক্ষা হয় না। হরবল্লভের আদেশে ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে যাইয়া অপমানিত হইলেন। পদলুণ্ঠিতা সাগরকে ব্রজ অসাবধানতায় পদাঘাত করিয়া ফেলায় সাগর অভিমানে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল ব্রজকে দিয়া সে পা টিপাইবে। ব্রজও প্রতিজ্ঞা করিলেন—যতদিন তাহা না হয়

তিনি সাগরের মুখদর্শন করিবেন না। দৈবক্রমে দেবীরাণী সে সময়ে অলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গৃহে ফিরিবার পথে ব্রজকে বন্দী করিয়া তিনি সাগরের সহিত ব্রজর পুনর্মিলন করাইয়া দিলেন। দেবী ব্রজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তাঁহার অঙ্গুরীয়টি প্রদান করিলেন—সর্ত্ত রহিল বৈশাখী শুক্ল সপ্তমীর রাত্রে ব্রজ স্বয়ং আসিয়া টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন।

অঙ্গুরীয় দেখিয়া ব্রজ বুঝিলেন প্রফুল্লই দেবী—ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া দেবী বুঝিলেন—রাণীগিরি তাঁহার জন্য নয়। এদিকে হরবল্লভ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা দূরে থাক—লেঃ ব্রেনান্‌কে সঙ্গে লইয়া দেবীকে ধরাইয়া দিতে আসিলেন। অতঃপর কি অপূর্ব্ব কৌশলে দেবী ব্রেনান ও হরবল্লভকে বন্দী করিলেন এবং পরিশেষে নববধূরূপে স্বামীর সহিত সংসারে ফিরিয়া আসিলেন—তাহা রূপালী-পর্দ্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

—এক—

কেন তুই সব হারিয়ে সাজলি কাঙ্গাল,
সব আছেরে তোর,
যদি হায় বুক ভেঙ্গে যায় দুঃখের ঘায়ে
রাখিস মনের জোর।
যদি তোর পথ হয়ে যায় ভুল,
যদি তুই কাঁটাই শুধু পাস জীবনে,
না পাস যদি ফুল,
তবু তোর জীবন-মুকুল রাঙ্গিয়ে দিয়ে
রাত্রি হবে ভোর।
দুরাশায় প্রাণ যদি যায় যাক্
নিরাশার আঁধার মাঝে উজ্জল প্রেমের
দীপ জ্বেলে তুই রাখ।
যদি হায় সব টুটে যায়, টুটবে না তোর
অটুট প্রাণের ডোর।

—মোহিনী চৌধুরী।

—দুই—

নমঃ শিবায় রুদ্রায় ফণি-কুণ্ডলায়
বাঘাম্বর ত্রিশূলহস্তায় ভূতানাংপতয়ে নমঃ।
নমস্ত্রৈলোকানাথায় বজ্রপিনাক পাণয়ে
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় মৃত্যুনাথায় নমো নমঃ।
নমঃ কালরুদ্র ভৈরবায় নমস্তে পরমেশ্বরম্
নমঃ প্রচণ্ডশক্তিধরায় দৈত্যদর্পবিনাশনম্।
(জাগো) সপ্ত কোটি বুকে জাগোহে শম্ভু
দুঃখপারাবারে অভয়কম্বু
রুদ্র গরজনে
সুপ্ত গগনে
দীপ্ত শিখা জ্বালি, জাগো স্বয়ম্ভু॥
নমো হে, নমো নমো, রুদ্রমহাকাল,
কাঁদিছে কারাগারে শোষিত কঙ্কাল,
দ্বিসপ্ত-কোটি-ভুজে,
তব পদাম্বুজে,
শক্তি মাগে আজ, নয়নে অম্বু
জাগোহে শম্ভু।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

—তিন—

অন্ধকারের পার হ'তে শোন
আলোর ডমরু বাজে
ধ্যানভঙ্গে শিবশঙ্কর
রক্ত বসনে সাজে।
কালো মেঘে জ্বলে বজ্রের শিখা
দুর্দিনে জাগো তাপসী নায়িকা,
প্রাণ-কল্লোলে জোয়ার জাগানো
উষর ধরণী মাঝে।
অমা রজনীতে বুকে জ্বেলে রাখ
সাধনার দীপশিখা
আহুতির শেষে ললাটে আঁকিয়া
যজ্ঞের হোমটিকা।
জন্মভূমির ঘন-তমসায়
জাগো মা তাপসি, নব চেতনায়
শুভ্র জোৎস্না পুলকিত রাতি
আনো কল্যাণী সাজে।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

—চার—

প্রিয় আসিবে বলে
মনে আশারই লতা
দোলে দোলেরে দোলে।
আরো ধীরে ধীরে দোল,
ওরে স্বপন বিভোল,
ওরে পাগল হিয়া,
বেলা যায়নি চ'লে।
তোর এতো কেন সাজ!
সেত অচেনা নহে,
সে যে পরাণ সাথী,
রহে পরাণে রহে।
মন চুপি চুপি শোন,
মিছে রতন ভূষণ
চাই এমনি বাঁধন
যাহা কভুনা খোলে।

—মোহিনী চৌধুরী।

—পাঁচ—

ওরে আজ,
বাঁধন ছেঁড়ার লগ্নরে আর নয়কো দূরে
রক্ত-রাঙা সুদিন আবার আসছে ঘুরে।
দুঃখ জয়ের আসন পেতে,
বিপুল গভীর ঝঙ্কারেতে
রুদ্রাণী মা ডাক্ দিয়েছে মন্দ্র সুরে।
মরণজয়ী মন্ত্রে বাজে অভয় বীণা,
নিবিড় রাতে সন্ন্যাসিনী তন্দ্রাহীনা।
ঘরে ঘরে ডাক এসেছে
শুভঙ্করীর শাঁখ বেজেছে,
শোনরে মায়ের মাভৈঃ বাণী হৃদয়পুরে।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

—ছয়—

জয় হে, জয় জয় জয়, তব জয়হে!
তুমি হে দয়াময়ী বরাভয়দাত্রী,
দুর্গত জনগণ ভাগ্যবিধাত্রী
শত্রু বিমর্দ্দিনী হে জগধাত্রী,
জয় জয় জয় তব, জয়হে জয়হে।
মানবী রূপে তুমি দেবী মহাশক্তি,
দুর্ব্বলে বল দাও, দুর্জ্জনে ভক্তি,
কল্যাণ দায়িনী মূর্ত্ত প্রশান্তি।
জয় জয় জয় তব, জয়হে জয়হে।
জাগ্রত দেবী তুমি ধন্যহে ধন্য,
প্রাণহীনে প্রাণদাও নিরন্নে অন্ন,
দূর কর দুর্ভোগ দুর্যোগ রাত্রি,
জয় জয় জয় তব, জয়হে জয়হে।

—মোহিনী চৌধুরী।

রূপায়ণ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রচার-বিভাগ হইতে
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

রূপায়ণ
চিত্র-প্রতিষ্ঠান

শহরতলী, মফস্বল ও পূর্ব্বপাকিস্তানের পরিবেশক ঃ
মুভিস্থান লিমিটেড
১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড ঃ কলিকাতা।

প্রতি পুস্তিকার মূল্য দুই আনা মাত্র

দি ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানী লিঃ দ্বারা মুদ্রিত